টুইটারের দিল্লি-মুম্বাই কার্যালয় বন্ধের নির্দেশ

ভারতের অর্থনৈতিক কেন্দ্র মুম্বাই এবং রাজনৈতিক কেন্দ্র দিল্লির অফিস বন্ধ করে দিয়েছে বিশ্বের জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও মাইক্রো ব্লগিং সাইট টুইটার। এখন থেকে এ দুটি অফিসের কর্মীদের বাড়ি থেকে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে টুইটার সদর দফতর।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গ শুক্রবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ভারতে এতোদিন টুইটারের তিনটি অফিস ছিল। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির মালিক ইলন মাস্কের ব্যয় সংকোচন নীতির কারণে মুম্বাই ও দিল্লির অফিস বন্ধ করে দেওয়ার এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এ নিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, দুটি অফিস বন্ধ করা হলেও ভারতের প্রযুক্তির রাজধানীখ্যাত বেঙ্গালুরুতে কার্যালয় চালু রেখেছে টুইটার। এ শাখার অধিকাংশ কর্মী প্রকৌশলী। গত বছরের শেষ দিকে প্রতিষ্ঠানটির মালিকানা পাওয়ার পরপরই ভারতের দুই শতাধিক কর্মী ছাঁটাই করেন ইলন মাস্ক। হিসাব অনুযায়ী, সেসময় টুইটারে কর্মরত ভারতের ৯০ শতাংশ কর্মী ছাঁটাইয়ের শিকার হন।

বলা হচ্ছে, ইলন মাস্ক ২০২৩ সালের মধ্যে টুইটারকে আর্থিকভাবে স্থিতিশীল করার আপ্রাণ চেষ্টায় চালিয়ে যাচ্ছেন। তাই বিশ্বজুড়ে একবারে অসংখ্য কর্মী ছাঁটাই ও একাধিক কার্যালয় বন্ধ করে দিচ্ছেন তিনি।

এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, বিগত বছরগুলোতে ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে টুইটার। এ প্ল্যাটফর্মে প্রায়ই ভারতীয়দের মধ্যে উত্তপ্ত রাজনৈতিক পোস্ট ও মন্তব্য করতে দেখা যায়। তাছাড়া টুইটারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আট কোটি ৬৫ লাখ অনুসারী থাকলেও ভারত থেকে উল্লেখযোগ্য কোনো রাজস্ব পায়নি টুইটার।

ইনস্টাগ্রামে চালু হচ্ছে চ্যানেলস

সহজে ছবি ও ভিডিও বিনিময়ের পাশাপাশি সেগুলো ২৪ ঘণ্টা পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে যাওয়ায় ব্যবহারকারীদের কাছে খুবই জনপ্রিয় ইনস্টাগ্রাম। নিজেদের এ জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে এবার ‘চ্যানেলস’ নামের নতুন চ্যাট সুবিধা চালু করতে যাচ্ছে ছবি ও ভিডিও বিনিময়ের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমটি।

চ্যানেলস সুবিধা চালু হলে কনটেন্ট নির্মাতারা সরাসরি অনুসরণকারীদের কাছে বার্তা, ছবি পাঠানোর পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে জরিপও করতে পারবেন। এসব তথ্য অনুসরণকারী ছাড়া অন্য কেউ দেখতে পারবেন না। ফলে ইনস্টাগ্রামের পাবলিক অ্যাকাউন্ট ব্যবহারকারীরাও শুধু অনুসরণকারীদের কাছে বার্তা ও ছবি পাঠাতে পারবেন।

ইনস্টাগ্রামের তথ্যমতে, ভবিষ্যতে চ্যানেলস সুবিধা কাজে লাগিয়ে কনটেন্ট নির্মাতারা অনুসরণকারীদের সঙ্গে সরাসরি প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানও আয়োজন করতে পারবেন। শুধু তা–ই নয়, একাধিক কনটেন্ট নির্মাতার সঙ্গে ভার্চ্যুয়াল আলোচনার সুযোগও মিলবে।

প্রাথমিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী নির্দিষ্ট সংখ্যক কনটেন্ট নির্মাতাদের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে চ্যানেলস সুবিধা উন্মুক্ত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দেশে এ সুবিধা চালু করা হবে।

সূত্র: টেক ক্র্যান্চ

লেখা পড়ে শোনানোর সুবিধা ফায়ারফক্স ব্রাউজারে

অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারকারীদের জন্য রিড–অ্যালাউড, ফায়ারফক্স রিলে ও ক্লিয়ার ইউআরএল নামের তিনটি এক্সটেনশন উন্মুক্ত করেছে ফায়ারফক্স ব্রাউজার। নতুন

এক্সটেনশনগুলোর মধ্যে রিড–অ্যালাউড এক্সটেনশনটি টেক্সট টু স্পিচ প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ব্যবহারকারীদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের তথ্য পড়ে শোনাবে। এর ফলে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা উপকৃত হবেন।

ফায়ারফক্স রিলে নামের এক্সটেনশনটি ব্যবহারকারীদের ই-মেইল ঠিকানা গোপন রেখে প্রক্সি ই-মেইলের মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে নিবন্ধনের সুযোগ দেবে। এর ফলে ওয়েবসাইট থেকে পাঠানো ই-মেইলগুলো প্রথমে এক্সটেনশনের প্রক্সি ই-মেইলে আসবে। পরে সেগুলো ব্যবহারকারীদের ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানো হবে। এর মাধ্যমে অপরিচিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে ই-মেইল ঠিকানা লুকিয়ে রাখা যাবে।

ক্লিয়ার ইউআরএল এক্সটেনশনটি কাজে লাগিয়ে যেকোনো ওয়েবসাইটের ঠিকানা বা ইউআরএল ছোট করা যাবে। এর ফলে সহজেই বন্ধুদের কাছে সংক্ষিপ্ত আকারের ইউআরএল পাঠানোর সুযোগ মিলবে। শিগগিরই আইওএস অপারেটিং সিস্টেমে চলা সব যন্ত্রে এই এক্সটেনশনগুলো ব্যবহার করা যাবে।
সূত্র: টেকক্রাঞ্চ

চলতি বছর সাইবার হামলা বাড়বে

চলতি বছরজুড়েই সাইবার হামলার আশঙ্কা রয়েছে। আর এ সংখ্যা গত বছরের তুলনায় বেশি হবে বলে জানিয়েছে সাইবার হামলা নিয়ে কাজ করা গবেষণা প্রতিষ্ঠান চেক পয়েন্ট রিসার্চ (সিপিআর)। সাধারণত যেসব বৈধ সফটওয়্যার দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত হয় সেগুলো সাইবার হামলার লক্ষ্যে থাকবে।

নিরাপত্তা প্রতিবেদন ২০২৩ নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সিপিআর। সেখানে এসব উদ্ধৃত করে তিন ধরনের পর্যবেক্ষণের কথা বলা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুসারে, হ্যাক্টিভিজমের সংখ্যা বাড়বে ২০২৩–এ। হ্যাক্টিভিজম সাধারণত রাজনৈতিক বা সামাজিক কোনো আন্দোলনের জন্য সংগঠিত হয়। ২০২৩ সালে আগের তুলনায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া হ্যাক্টিভিজম বাড়বে এমন শঙ্কার কথা উল্লেখ রয়েছে প্রতিবেদনে।

র্যানসমওয়্যার সাইবার হামলা শনাক্ত করা আরও কঠিন হতে পারে চলতি বছর। এনক্রিপশন কার্যকলাপ শনাক্ত করার ওপর নির্ভর করে বিদ্যমান সুরক্ষা প্রক্রিয়া কম কার্যকর হবে। এ ছাড়া হ্যাকাররা তথ্য মুছে ফেলা এবং এক্সফিলট্রেশনের (ম্যালওয়্যার বা ক্ষতিকর প্রোগ্রামের মাধ্যমে কম্পিউটারে সিস্টেম অনুপ্রবেশ করে তথ্য স্থানান্তর করা) ওপর নজর দেবে।

ক্লাউডভিত্তিক নেটওয়ার্কের ওপর সাইবার আক্রমণের ঘটনা বাড়বে। নিজস্ব সার্ভার বা সিস্টেম থেকে ক্লাউডে তথ্য রাখার প্রবণতা সাইবার অপরাধীদের আক্রমণের জন্য বিস্তৃত পরিসর তৈরি করেছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। যেসব বৈধ প্রোগ্রাম কম্পিউটারে বা নেটওয়ার্ক সিস্টেমে সেগুলো লক্ষ্য করে হামলা চালাবে অপরাধীরা। এরই মধ্যে চ্যাটজিপিটিতে রুশ সাইবার অপরাধীদের আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২২ সালে আগের বছরের তুলনায় সাইবার হামলার ঘটনা বেড়েছিল ৩৮ শতাংশ। এবার হামলার আশঙ্কা আরও বেশি।

সূত্র: গ্যাজেটস নাউ

ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যম যখন ভার্চ্যুয়াল

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতায় লিখেছেন ‘সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে, সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।’

অনেক কঠিন কথা সহজে বলা গেলেও ‘আমি তোমাকে ভালোবাসি’ এই তিনটি শব্দ ভালোবাসার মানুষকে বলা যে কত কঠিন একজন প্রেমিকের চেয়ে ভালো আর কে জানে। বাধা, ভয়, লজ্জা, জড়তা দূর করে যাঁরা নিজের কথা জানাতে পারছেন না প্রিয় মানুষকে, তাঁরা সহজেই প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে নিজের মনের কথা জানান দিতে পারেন প্রিয় মানুষকে। ভার্চ্যুয়াল মাধ্যমে সত্যিকারের ভালোবাসার প্রকাশ ঘটানো যায় সহজে।

এ ক্ষেত্রে ফেসবুক রিলস, ইউটিউব শর্টস, টিকটক এবং ইনস্টাগ্রামের মতো বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হতে পারে ডাকপিয়ন। এ বিষয়ে রাজধানীর একটি বেসকরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ইসরাত ফারহা বলেন, ‘দিন বদলের পাশাপাশি মানুষের ভালোবাসার প্রকাশে নতুনত্ব এসেছে। এ ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করছে প্রযুক্তি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কল্যাণে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রিয়জনের কাছে নিজের মনের কথাটি যে কেউ চাইলেই পৌঁছে দিতে পারছে। কেউ আবার ভিডিও বা কবিতার মাধ্যমে নিজের ভালোবাসার কথা প্রিয়জনের কাছে তুলে ধরছে।’

প্রেমের কবিতা
আপনার ভালোবাসার মানুষটি যদি সাহিত্যপ্রেমী হন, তবে এই কৌশল আপনার জন্য খুব কার্যকরী হবে। তাঁকে নিয়ে একটি কবিতা বা ছোট গল্প দিয়ে ভিডিও বা থিম তৈরি করতে পারেন। এরপর সেটি ফেসবুক রিলস, ইউটিউব শর্টস, টিকটক কিংবা ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে চমকে দিতে পারেন ভালোবাসার মানুষকে। কবিতা লিখতে না পারলেও ক্ষতি নেই, বিখ্যাত কোনো কবিতা দিয়েই ভিডিও তৈরি করে প্রেম নিবেদন করা যাবে।

রোমান্টিক গান
রোমান্টিক গান পছন্দ করেন না—এমন মানুষ পাওয়া কঠিন। আর গান পছন্দ করা মানুষটি যদি হয় আপনার স্বপ্নের মানুষ, তাহলে তো কথাই নেই। প্রযুক্তি ব্যবহার করে আপনি গানের মাধ্যমে প্রেম নিবেদন করতে পারেন। ভয় পেলে গেলেন! ভাবছেন আপনার গলা ভালো না। কীভাবে গান গেয়ে প্রিয় মানুষটিকে জানান দেবেন ভালোবাসার কথা। আপনার বেসুরে গলায় সুর এনে দেবে প্রযুক্তি। আপনার প্রিয় মানুষটি পছন্দ করে এমন একটি গানের সঙ্গে রিলস বা শর্টস বানিয়ে ফেলতে পারেন।

ইমোজিতে আবেগের প্রকাশ
অনলাইনে বার্তা লিখে লিখে আদান–প্রদান যেমন জনপ্রিয়, তেমনি এর আবেদনও বেশ। এসব বার্তায় শব্দ, বাক্য লেখার পাশাপাশি নানা রকম প্রতীকের ব্যবহার আরও জনপ্রিয়। ইমোশন ও আইকন মিলে নাম হয়েছে ইমোটিকন। ইমোটিকন থেকে ইমোজি। এখনকার ইমোজিগুলো ইউনিকোড–সমর্থিত হওয়ায় সব স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ থেকে ব্যবহার করা যায়। ইমোজিপিডিয়া ডটওআরজি ওয়েবসাইটের হিসাবে তিন হাজার ৬৩৩ টি ইমোজি ইউনিকোড সমর্থন করে। এই হিসাব ২০২১ সালের। আর এত এত ইমোজির মধ্যে ২ নম্বরে আছে লাল হৃদয় বা রেড হার্ট ইমোজি। হৃদয়াকৃতির আরও অনেক ইমোজি আছে, অভিব্যক্তি অনুযায়ী রং,

নকশা একটু ভিন্ন। তো ভালোবাসার প্রকাশে ইমোজি হতে পারে মোক্ষম অস্ত্র।

আরও প্রাসঙ্গিক অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছে গুগল

গুগল ট্রান্সলেটে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করার ক্ষেত্রে নতুন সুবিধা আনার ঘোষণা দিয়েছে বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান গুগল। ৮ ফেব্রুয়ারি ‘লাইভ ফ্রম প্যারিস’ অনুষ্ঠানে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। সুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে অনুবাদের সময় উন্নত, প্রাসঙ্গিক শব্দের খোঁজ, আইওএসের জন্য গুগল ট্রান্সলেটের পুনর্নকশা এবং অগমেন্টেড রিয়েলিটি (এআর) চশমায় অনুবাদসুবিধা নির্বিঘ্নে পাওয়া।

গুগল জানায়, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, জাপানি ও স্প্যানিশ ভাষার অনুবাদ আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলছে প্রতিষ্ঠানটি। অর্থাৎ যেসব শব্দ বা শব্দগুচ্ছের একাধিক অর্থ রয়েছে, সেগুলো প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে অনুবাদ হবে। এতে অনুদিত বাক্য ব্যবহারকারীর কাছে স্বাভাবিক ও প্রাসঙ্গিক মনে হবে। এটি অনেকটা লিঙ্গুই এবং রিভারসো অ্যাপের মতো কাজ করবে।

এ ছাড়া কোনো ব্যবহারকারী যদি কোনো ভাষায় সাবলীল না হন, তাঁকে একটি শব্দগুচ্ছের আপত্তিকর বা ঘৃণ্য অর্থ ব্যবহার ঠেকানোর সুবিধা দেওয়া হবে। গুগল জানিয়েছে, সপ্তাহখানের মধ্যে এই হালনাগাদগুলো ব্যবহাকারীরা পাবেন। প্রথমে পাঁচটি ভাষায় সুবিধাগুলো দেওয়া হলেও পরে আরও অনেক ভাষায় এটি চালু করা হবে। একই অনুষ্ঠান থেকে গুগল ম্যাপসের জন্যও নতুন সুবিধা চালুর ঘোষণা দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

গত বছর গুগল ট্রান্সলেটের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপের হালনাগাদ ছেড়েছিল প্রতিষ্ঠানটি। এখন নতুন এ সুবিধা এবং আইওএস অপারেটিং সিস্টেম–চালিত আইফোনের জন্য ‘রিফ্রেশ ইউজার ইন্টারফেস’ আনল প্রতিষ্ঠানটি।

এ ছাড়া আইওএস অ্যাপে শক্তিশালী বর্ণসুবিধা চালু করা হয়েছে। এতে অনুবাদ আরও পাঠযোগ্য হয়ে উঠবে। পুনর্নকশা করা অ্যাপে ব্যবহারকারী সম্প্রতি কী অনুবাদ করেছেন এবং কোন ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা দ্রুত বাছাই করতে পারবেন।

সম্প্রতি আইওএস অ্যাপে অফলাইনে (ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন) নতুন করে আরও ৩৩টি ভাষার অনুবাদসুবিধা চালু করেছে গুগল। এর আগে গত বছরের সেপ্টেম্বরে নতুন এক অনুবাদপ্রক্রিয়া দেখায় গুগল, যেখানে অনুদিত লেখাকে নির্বিঘ্নে পটভূমির ছবিতে (ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ) মেশানো যায়। অর্থাৎ ব্যবহারকারী যদি অন্য ভাষায় লেখা পোস্টারও অনুবাদ করেন, তবে তা অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে না। যেসব অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনে ৬ গিগাবাইট বা তার বেশি র্যাম আছে, সেগুলোতে এ সুবিধা পাবে ব্যবহারকারী।

সূত্র: টেকক্রাঞ্চ

বৈঠকের ধারণ করা ভিডিওর ক্যাপশনও দেখাবে গুগল মিট

গুগল মিটে অনলাইন বৈঠকের ভিডিও ধারণ করেন অনেকেই। এর ফলে বৈঠক শেষে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো পুনরায় দেখে নেওয়ার সুযোগ পান ব্যবহারকারীরা। এবার ধারণ করা ভিডিওর কথোপকথনও ক্যাপশন আকারে পড়ার সুযোগ মিলবে গুগল মিটে। এত দিন শুধু অনলাইন বৈঠকের কথোপকথনের ক্যাপশন ও সারসংক্ষেপ লিখে দিত ভিডিও কনফারেন্সিং সফটওয়্যারটি।

নতুন এ সুযোগ চালুর জন্য নিজেদের ট্রান্সলেটেড ক্যাপশন–সুবিধা হালনাগাদ করেছে গুগল মিট। তবে এ সুবিধা পুরোনো রেকর্ড করা ভিডিওতে পাওয়া যাবে না। কারণ, গুগল মিটে ভিডিও ধারণের আগেই ক্যাপশনের ভাষা নির্বাচন করে দিতে হবে।

এক ব্লগ বার্তায় গুগল জানিয়েছে, ধারণ করা ভিডিওতে ক্যাপশন–সুবিধা ১৫ মার্চ থেকে ব্যবহার করা যাবে। প্রাথমিকভাবে গুগল ওয়ার্কস্পেস

ব্যবহারকারীরা এ সুযোগ পাবেন।

সূত্র: এনডিটিভি

বিশ্বকে বদলে দেবে চ্যাটজিপিটি: বিল গেটস

প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মতো উত্তর দিতে পারে চ্যাটজিপিটি। যা গুগলও করতে পারে না। এটি হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন কন্টেট ক্রিয়েটর। যার পুরো নাম- ‘জেনারেটিভ প্রি-ট্রেইনড ট্রান্সফরমার’। ২০২২ সালের নভেম্বরে বিশ্বের প্রথম সারির মার্কিন গবেষণা ল্যাবরেটরি ওপেন এআই এই চ্যাটবট বাজারে আনে।

এবার চ্যাটজিপিটি সম্পর্কে মুখ খুললেন মাইক্রোসফটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস। তিনি বলেছেন, বিশ্বকে বদলে দেবে চ্যাটজিপিটি। জার্মান সংবাদমাধ্যম হ্যান্ডেলসব্লাটকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন তিনি।

কনটেন্ট রাইটিং এবং প্রোগ্রামিং থেকে শুরু করে প্রোডাক্ট ডিজাইন, ডেটা এ্যানালাইসিসসহ প্রায় প্রতিটি ডিজিটাল ক্ষেত্রেই প্রভাব ফেলেছে চ্যাটজিপিটি।

এই চ্যাটবট যেকোনো বিষয়ে লিখতে, উত্তর দিতে, কথোপকথন চালাতে, জটিল বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা দিতে, সাবলীল অনুবাদ করতে পারে। যেকোনো ভুল ধরিয়ে দিতে পারে এটি।

এর সম্পর্কে বিল গেটস আরও বলেন, আগের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাগুলো সব বিষয়ে লিখতে ও পড়তে পারতো। কিন্তু বিষয়বস্তু বুঝতো না। কিন্তু চ্যাটজিপিটির মতো নতুন প্রোগ্রামগুলো চালানো বা চিঠি লিখতে সাহায্য করবে। এতে অনেক অফিসের কাজ আরও সুনিপুণ হবে। শ্রম ও সময় বাঁচবে। তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে, এর মাধ্যমে মানুষের চাকরীর বাজার সঙ্কুচিত হয়ে যাবে।

ইতিমধ্যেই চ্যাটজিপিটির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নির্ভর চ্যাটবট ‘বার্ড’ আনার ঘোষণা দিয়েছে গুগল। এদিকে চ্যাটজিপিটি সমৃদ্ধ হয়ে আসছে বিংয়ের নতুন সংস্করণ।

ইউএস ফার্ম ওপেনএআই দ্বারা তৈরি এবং মাইক্রোসফ্ট কর্পোরেশন দ্বারা সমর্থিত চ্যাটজিপিটি ইতিহাসে দ্রুততম বর্ধনশীল গ্রাহক অ্যাপ হিসেবে রেট করা হয়েছে।

সূত্র:খবর রয়টার্স

তারিখ ও নাম ধরে নির্দিষ্ট বন্ধুর মন্তব্য খোঁজা যাবে ফেসবুকে

ফেসবুকে কোনো বার্তা, ছবি বা ভিডিও পোস্ট করলেই বন্ধু তালিকায় থাকা ব্যক্তিরা বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করেন। কেউ আবার বিভিন্ন ইমোজি বা ছবির মাধ্যমে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করেন। তবে মন্তব্য বা লাইকের সংখ্যা বেশি হলে সব সময় সব ব্যক্তির দেওয়া মন্তব্য পড়া সম্ভব হয় না। কনটেন্ট নির্মাতাদের ক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্যা বেশি হয়ে থাকে। বিষয়টি অজানা নয় ফেসবুকের কাছেও। আর তাই এবার কনটেন্ট নির্মাতাদের জন্য কমেন্ট মডারেশন টুল চালু করেছে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমটি।

কমেন্ট মডারেশন টুলটি কাজে লাগিয়ে নির্মাতারা নিজেদের কনটেন্ট বিষয়ে অন্যদের মতামত সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। অর্থাৎ অসংখ্য মন্তব্যের মধ্যে চাইলেই প্রশংসামূলক বা নেতিবাচক মন্তব্যগুলো আলাদাভাবে দেখতে পারবেন। চাইলে তারিখ ও নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম দিয়েও মন্তব্য খোঁজা যাবে। শুধু তা–ই নয়, নিজেদের বিভিন্ন কনটেন্টে নির্দিষ্ট ব্যক্তি কতবার লাইক দিয়েছেন তা–ও জানা যাবে।

কমেন্ট মডারেশন টুলটির মাধ্যমে কনটেন্ট নির্মাতারা নিজেদের কনটেন্টের নিচে করা মন্তব্যের ধরনও নির্বাচন করতে পারবেন। ফলে

কেউ অশ্লীল বা অরুচিকর মন্তব্য করলে সেগুলো অন্যরা দেখতে পারবেন না। গত ৩০ দিনে কতটি মন্তব্য আড়াল করা হয়েছে, সে সংখ্যাও জানতে পারবেন কনটেন্ট নির্মাতারা। ফেসবুকের প্রফেশনাল ড্যাশবোর্ডে কমেন্ট ম্যানেজার বিভাগে প্রবেশ করে টুলটি ব্যবহার করা যাবে।

ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটা জানিয়েছে, নতুন টুলটি কনটেন্ট নির্মাতাদের সহায়তা করবে। এর মাধ্যমে নির্মাতারা তাদের কমিউনিটির সঙ্গে আরও নিরাপদে যোগাযোগ করতে পারবেন।

সূত্র: টাইম অব ইন্ডিয়া

১ হাজার ৩০০ কর্মী ছাঁটাই করছে জুম

বিশ্বব্যাপী প্রায় ১ হাজার ৩০০ কর্মী ছাঁটাইয়ের কথা জানিয়েছে জনপ্রিয় ভিডিও কনফারেন্সিং অ্যাপ জুম। যোগাযোগ প্রযুক্তি–বিষয়ক প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এরিক ইউয়ান গতকাল মঙ্গলবার এই ঘোষণা দেন।

জুমের দাপ্তরিক ব্লগে এরিক ইউয়ান লিখেন, কর্মীর সংখ্যা কমিয়ে আনার পরিকল্পনা করেছে জুম। এজন্য কঠোর পরিশ্রমী ও মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের প্রায় ১ হাজার ৩০০ সহকর্মীকে বিদায় বলতে হচ্ছে, যা জুমের মোট কর্মীর ১৫ শতাংশ। চাকরিচ্যুত কর্মীদের শিগগিরই ই–মেইলে তা জানিয়ে দেওয়া হবে।

এরিক ইউয়ান আরও জানান, যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত জুমের কর্মীরা তাঁদের চাকরি হারানোর বার্তাটি পরবর্তী ৩০ মিনিটের মধ্যে ই–মেইলে পেয়ে যাবেন। আর অন্যান্য দেশে কর্মরত কর্মীদের এই বার্তা সেখানকার নিয়ম মেনে দেওয়া হবে।

২০১১ সালে জুম প্রতিষ্ঠা করেন এরিক ইউয়ান। করোনার আগে সেবাটি মানুষের কাছে অপরিচিতই ছিল। করোনা মহামারির সময় টানা লকডাউন ও হোম অফিসের সুবাদে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সেবাটি। জুমের জনপ্রিয়তার

জেরে এরিক এখন বিশ্বের ১৩৩ নম্বর ধনী। ফোর্বসের হিসাব অনুযায়ী, তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ১ হাজার ৩২০ কোটি ডলার।

তবে জুমের সিইও হয়েও এরিক ইউয়ান সরাসরি অফিস করা, বৈঠক করার পক্ষে। তিনি চান জুমের কর্মীরা করোনার আগের মতো মুখোমুখি মিটিংয়ে ফিরে যাক। সপ্তাহে অন্তত দুই দিনের জন্য হলেও যেন তাঁরা অফিসে গিয়ে কাজ করেন। কেননা এরিক ইউয়ান নিজেও জুমে একের পর এক বৈঠক করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।